জনমত

পল্লী চিকিৎসকের ভূমিকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সরকারী অনুমোদন ছাড়াই পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ বৃটেনে ৫ হাজার হাতুড়ে ডাক্তার রয়েছে বলে সম্প্রতি খবরে জানা গেছে। এসব হাতুড়ে ডাক্তাররা সেখানে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং তারা এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

যেখানে বৃটেনের মত উন্নত দেশে আজো হাতুড়ে ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে এর প্রয়োজন যে আরো বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতঃ বৃটেনের সাথে তুলনা করলে আমাদের মত অনুন্নত ও দারিদ্র দেশে কম পক্ষে ৫ লক্ষ হাতুড়ে ডাক্তার প্রয়োজন। সম্প্রতি ঢাকার একটি সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে প্রায় দু লাখ হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত আছেন। গ্রামের গরীব লোকেরা খুব সহজেই এসব ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসা করে সুফল পায়। এক হিসবে জানা যায় প্রতি ১৬০ জন লোকের জন্যে একজন অন্ততঃ চিকিৎসক দরকার। এই ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা যায় যে বাংলাদেশে লোক সংখ্যা অনুযায়ী কম পক্ষে সাড়ে পাঁচ লক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে শিক্ষিত ডাক্তার (যারা ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োজিত) পাঁচ শতের বেশী নেই। এদের অনেকেই অর্থের লোভে বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের সেবা করছে।

নোয়াখালী জেলায় এক সংক্ষিপ্ত জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে ৩৬ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এ জেলার ১০টি থানায় শিক্ষিত এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা (ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োজিত) ১০ জন। গড়ে প্রতি ৩ লক্ষ লোকের জন্যে মাত্র একজন পাশকরা ডাক্তার রয়েছে। বহু থানা হেড কোয়ার্টারে শিক্ষিত ডাক্তার আদৌ নেই।

নোয়াখালীর এ অবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য জেলার অবস্থাও এর চেয়ে খুব একটা ভালো হবার নয়। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে যেখানে দেশের সাড়ে আট কোটি মানুষের চিকিৎসার জন্যে সাড়ে ৫ লক্ষ ডাক্তার আবশ্যক সেখানে ৫শ বা এক হাজার ডাক্তার দিয়ে সরকার জনগণের চিকিৎসার গ্যারান্টি কি করে দিতে পারেন?

সার্বিক দিক বিচার করে বলা যায় যে, দেশের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ২ লক্ষ গ্রাম হাতুড়ে চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল। আর এসব হাতুড়ে ডাক্তারদের কেউই অনুমোদিত বা শিক্ষিত নয়। কিন্তু এদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার জন্যেই এদের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে দেশের আট কোটি লোক প্রাণে বেঁচে আছে।

যেসব হাতুড়ে ডাক্তার গত ৫/১০ বৎসর যাবত কাজ করে গ্রামের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন করে তাদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া শুধু অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এই অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত হাতুড়ে ডাক্তারদের সরকারী অনুমোদন দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের উচ্চ শিক্ষিত করে তোলা যেতে পারে। এ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সারা দেশের ২ লক্ষ হাতুড়ে চিকিৎসককে চিকিৎসা জগতে স্থান করে দেয়া যায়। এরা বর্তমান সরকারের নন্দপদ চিকিৎসক রূপে বলিষ্ঠ ও বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্য কথায় প্রতিষ্ঠিত এই হাতুড়ে ডাক্তারদেরকে অনুমোদন দিয়ে বর্তমান পল্লী চিকিৎসার কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। সরকার বর্তমানে প্রশিক্ষণ দিয়ে যেসব পল্লী চিকিৎসক তৈরি করতে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে কম পক্ষে তাদের ১০ বছরের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে হিসাবে বর্তমান কর্মসূচী অনুযায়ী ২ লক্ষ পল্লী চিকিৎসক তৈরি করতে কম পক্ষে (প্রতি বছর ৫ হাজার হারে) ৪০ বৎসর সময় লাগবে এবং তাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে। অথচ এসব পল্লী চিকিৎসক কোন অবস্থাতেই বর্তমানের অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হাতুড়ে ডাক্তারদের সমপর্যায়ের জ্ঞান সম্পন্ন ডাক্তার হতে পারবে না।

অপর পক্ষে এই দীর্ঘ সময় ও অর্থের অপচয় না করে সারা দেশের হাতুড়ে ডাক্তারদের মধ্য থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারদের কেবল ইন্টারভিউ নিয়ে এক মাসেই দুই লক্ষ ভালো অভিজ্ঞ পল্লী চিকিৎসক সংগ্রহ করা যায়। আর প্রকৃত পক্ষে এরাই হবে পল্লীর মানুষের মাটি আর আলো বাতাসের সাথে সম্পর্কিত ডাক্তার। এবং এরা কেউই বিদেশে পাড়ি জমাবে না।

তাই বলা যায়, বর্তমানে দেশে যেখানে সাড়ে ৫ লক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন সেখানে এক মাসের মধ্যেই দুই লক্ষ হাতুড়ে চিকিৎসককে পল্লী চিকিৎসক রূপে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে বাকী ৩ লক্ষ পল্লী চিকিৎসক তৈরির উদ্দেশ্যে ৫০ বৎসরের কর্মসূচী হাতে নিয়ে বর্তমানের 'পল্লী চিকিৎসক' তৈরির কর্মসূচী এগিয়ে নেয়া হয়। এবং এই সাথে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো ২ লক্ষ হাতুড়ে চিকিৎসককে পল্লী চিকিৎসকরূপে গড়ে তোলা যায়।

ডাঃ নজরুল ইসলাম
সেক্রেটারী
নোয়াখালী জেলা পল্লী চিকিৎসক
সমিতি।

ডিপ্লোমা ইন-ফার্মেসী ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা

১৯৭৭ সাল থেকে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজ ও দুইটি প্যারা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন-ফার্মেসী কোর্স চালু করা হয়েছে। আমরা প্রায় ৯ শত ছাত্র-ছাত্রী এই কোর্সে অধ্যয়ন করে আসছি এবং প্রথামাফিক পাশ করে যাচ্ছি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারদর্শিতা অর্জন করা সত্ত্বেও আমরা দেশের অন্যান্য ডিপ্লোমাধারীদের সমমর্যাদা থেকে বঞ্চিত।

ফার্মাসিস্ট কাম মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ও পল্লী চিকিৎসক দুই বছরের কোর্স পড়া মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট এবং স্বল্প মেয়াদী পল্লী চিকিৎসকেরা নাকি ডাক্তার। অথচ যারা দুই বছরের অধিক সময় লেখাপড়া করে কোর্স সমাপ্ত করতে পারে না, যারা মেডিক্যাল বিষয়ক বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক যেমন ফার্মাকোলজি, ফার্মাকোগ্নসি, ফার্মাসিউটিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি এনাটমি, মাইক্রোবায়োলজি, প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, ও এন্ডোক্রাইন জেনারেল হসপিটাল ফার্মেসী বায়োলজি, ফিজিক্স ও ফার্মাসিউটিক্যাল ক্যালকুলেশান (অংক) এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাকটিক্যালসহ অধ্যয়ন করছে, তাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাচ্ছে তাদেরকে নাকি রাখা হচ্ছে কম্পাউন্ডারের মত মর্যাদায়। ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী এমন একটি কোর্স যা অধ্যয়ন করে ফার্মাসিস্টরা দেশের অসহায় মানুষের সেবা করছে, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানবের জীবন রক্ষার জন্য কাজ করছে। অথচ তারা আজ অবহেলিত ও বঞ্চিত।

একজন হাতুড়ে বা কোয়াক বর্তমানে স্বল্পমেয়াদী কোর্স সমাপ্ত করার পর পল্লী চিকিৎসক হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ও রেজিস্ট্রেশন পাবে এবং অধ্যয়নরত অবস্থায় মাসিক ১০০/- টাকা করে স্টাইপেন্ড ভোগ করবে। আর এদিকে সরকারের হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী পাশের ছাত্রছাত্রীরা এসব সুযোগ সুবিধা থেকে থাকবে বঞ্চিত এটা দুঃখজনক।

উল্লেখ্য, যে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমাদের স্টাইপেন্ডের কোন ব্যবস্থা নেই, পাশ করার পর নেই কোন চাকরির ব্যবস্থা। বিভিন্ন সদর হাসপাতালে কিছু কিছু কম্পাউন্ডার কৃত্রিম কম্পাউন্ডার ও পাশ না করা কম্পাউন্ডারের বেলায়ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সাথে সাথে চাকরির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ডিপ্লোমা, ইন-ফার্মেসী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে তেমন কোন ব্যবস্থা বা তাদের উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থাই নেই।

অতএব সদাশয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন আমরা ডিপ্লোমা ইন-ফার্মেসী বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উপরোক্ত সমস্যাবলীর সমাধানে এবং স্বতন্ত্র ও যোগ্য মর্যাদা সহ আমাদের চাকুরী দানের আশু ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হোক।

মোঃ নুরুল আমিন
পক্ষে: মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট
মহাখালী, ঢাকা।